চাকুরির প্রস্তুতি
f□ষয়ঃ □াংলা □্যকরণ
অধ্যায়ঃ □দ প্রকরণ

□দ :

বাক্যে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দকে □দ বলে।

বাক্যে যখন শব্দ ব্যবহৃত হয়, তখন শব্দগুলোর মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য প্রতিটি শব্দের সঙ্গে কিছু অতিরিক্ত শব্দাংশ যুক্ত হয়। এগুলোকে বলে বিভক্তি। যে সব শব্দে আ□াত দৃষ্টিতে মনে হয় কোন বিভক্তি যুক্ত হয়নি, সে সব শব্দেও একটি বিভক্তি যুক্ত হয়। একে প্রথমা বিভক্তি বা শূণ্য বিভক্তি বলে। ব্যাকরণ অনুযায়ী কোন শব্দ বাক্যে ব্যবহৃত হলে তাতে বিভক্তি যুক্ত হতে হয়। আর তাই কোন শব্দ বাক্যে বিভক্তি না নিয়ে ব্যবহৃত হলেও তার সঙ্গে একটি বিভক্তি যুক্ত হয়েছে বলে ধরে নিয়ে তাকে শূণ্য বিভক্তি বলা হয়।অর্থাৎ, বিভক্তিযুক্ত শব্দকেই □দ বলে।

□দের প্রকারভেদ : □দ প্রধানত ২ প্রকার- সব্যয় □দ ও অব্যয় □দ।

সব্যয় □দ আবার ৪ প্রকার- বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম ও ক্রিয়া।

অর্থাৎ, □দ মোট ৫ প্রকার-

১. বিশেষ্য
২. বিশেষণ
৩. সর্বনাম
৪. ক্রিয়া
৫. অব্যয়

[শব্দের শ্রেণীবিভাগ হলো- তৎসম, অর্ধ-তৎসম, তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি। অন্যদিকে □দের শ্রেণীবিভাগ হলো- বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া ও অব্যয়। দুইটিই ৫ প্রকার।]

যখন □র্যন্ত কোন শব্দ বাক্যে ব্যবহৃত হচ্ছে না, তখনো সেটি কোন □দ নয়। কোন শব্দ কোন □দ হবে তা নির্ভর করে বাক্যে কিভাবে ব্যবহৃত হলো তার উ□র। তাই কোন শব্দকে আগেই বিশেষ্য বা বিশেষণ বলে দেয়া ঠিক নয়। যেমন-

তোমার হাতে কি?ডাকাত আমার সব হাতিয়ে নিয়েছে।

জঙ্গীরা হাত বোমা মেরে □ালিয়ে গেলো।

প্রথম বাক্যে হাত শব্দটি বিশেষ্য। আবার দ্বিতীয় বাক্যে এই হাত শব্দটিই একটু □রিবর্তিত হয়ে ক্রিয়া হয়ে গেছে। আবার তৃতীয় বাক্যেই আবার হাত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে বিশেষণ হিসেবে।

[তবে প্রশ্নে শুধু শব্দ দিয়ে সেটি কোন □দ জিজ্ঞেস করলে সাধারণত শব্দটি যে □দ হিসেবে ব্যবহৃত হয় সেটি দিতে হবে। এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে, প্রতিটি শব্দই সাধারণত একেক □দ হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার সময় একেক রূ□ নেয়। যেমন, 'হাত' শব্দটি বিশেষণ হিসেবে কোন বিভক্তি নেয়নি, কিন্তু বিশেষ্য হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার সময় বিভক্তি নিয়েছে। আবার ক্রিয়া হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার সময় প্রত্যয় নিয়েছে। এভাবে প্রশ্নের শব্দটিকে বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহার করে কোন □দ নির্ণয় করা যেতে □ারে।

f□শেষ্য □দ:

কোন কিছুর নামকেই বিশেষ্য বলে।

যে □দ কোন ব্যক্তি, বস্ত্ত, প্রাণী, সমষ্টি, স্থান, কাল, ভাব, কর্ম, গুণ ইত্যাদির নাম বোঝায়, তাকে বিশেষ্য □দ বলে।

বিশেষ্য □দ ৬ প্রকার-

১. *নামবাচক বা সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য:*

(ক) ব্যাক্তির নাম : নজরুল, ওমর, আনিস, মাইকেল
(খ) ভৌগোলিক স্থানের নাম : ঢাকা, দিল্লি, লন্ডন, মক্কা
(গ) ভৌগোলিক নাম (নদী, □র্বত, সমুদ্র ইত্যাদির নাম) : মেঘনা, হিমালয়, আরব সাগর
(ঘ) গ্রন্থের নাম : গীতাঞ্জলি, অগ্নিবীণা, দেশেবিদেশে, বিশ্বনবী

চাকুরির প্রস্তুতি
f□ষয়ঃ □াংলা □্যকরণ
অধ্যায়ঃ □দ প্রকরণ

২. *জাতিবাচক বিশেষ্য :* (এক জাতীয় প্রাণী বা □দার্থের নাম) মানুষ, গরু, গাছ, □াখি, □র্বত, নদী, ইংরেজ

৩. *বস্তু বাচক বা দ্রব্যবাচক বিশেষ্য :* বই, খাতা, কলম, থালা, বাটি, মাটি, চাল, চিনি, লবন, □ানি

৪. *সমষ্টিবাচক বিশেষ্য (ব্যক্তি বা প্রাণীর সমষ্টি) :* সভা, জনতা, □ঞ্চায়েত, মাহফিল, ঝাঁক, বহর, দল

৫. *ভাববাচক বিশেষ্য (ক্রিয়ার ভাব বা কাজের ভাব বা কাজের নাম বোঝায়) :* গমন, শয়ন, দর্শন, ভোজন. দেখা, শোনা, যাওয়া, শোয়া

৬. *গুণবাচক বিশেষ্য :* মধুরতা, তারল্য, তিক্ততা, তারুণ্য, সৌরভ, স্বাস্থ্য, যৌবন, সুখ, দুঃখ

f□শেষণ □দ:

যে □দ বাক্যের অন্য কোন □দের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, □রিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ করে, তাকে বিশেষণ □দ বলে।

অর্থাৎ, বিশেষণ □দ অন্য কোন □দ সম্পর্কে তথ্য বা ধারণা প্রকাশ করে, বা অন্য □দকে বিশেষায়িত করে।

কিছু বিশেষণ □দ :

সফেদ দেয়াল, শান্ত ফটোগ্রাফ, জিজ্ঞাসু অতিথি, ছোট ছেলে, নিস্পৃহ কন্ঠস্বর, তিনটি বছর (সংখ্যাবাচক বিশেষণ), রুক্ষ চর, প্রশ্নাকুল চোখ, ক্ষীয়মাণ শোক, সহজে হয়ে গেল বলা (ক্রিয়া বিশেষণ)], [বিশেষণ শব্দ; ভাষা অনুশীলন; একটি ফটোগ্রাফ]

f□শেষণ □দ ২ প্রকার- নাম বিশেষণ ও ভাব বিশেষণ।

নাম বিশেষণ : যে বিশেষণ □দ কোন বিশেষ্য বা সর্বনাম □দকে বিশেষায়িত করে, অর্থাৎ অন্য কোন □দ সম্পর্কে কিছু বলে, তাকে নাম বিশেষণ বলে। যেমন-

বিশেষ্যের বিশেষণ : নীল আকাশ আর সবুজ মাঠের মাঝ দিয়ে একটি ছোট্ট □াখি উড়ে যাচ্ছে।

সর্বনামের বিশেষণ : সে রূ□বান ও গুণবান

ভাব বিশেষণ : যে বিশেষণ □দ বিশেষ্য বা সর্বনাম □দ ছাড়া অন্য কোন □দকে বিশেষায়িত করে, অর্থাৎ অন্য কোন □দ সম্পর্কে কিছু বলে, তাকে ভাব বিশেষণ বলে। ভাব বিশেষণ ৪ প্রকার-

ক্রিয়া বিশেষণ : ধীরে ধীরে বায়ু বয়। □রে এক বার এসো।

বিশেষণের বিশেষণ (কোন বিশেষণ যদি অন্য একটি বিশেষণকেও বিশেষায়িত করে, তাকে বিশেষণের বিশেষণ বলে) :

নাম বিশেষণের বিশেষণ : সামান্য একটু দুধ দাও। এ ব্যা□ারে সে অতিশয় দুঃখিত।

ক্রিয়া বিশেষণের বিশেষণ : রকেটটি অতি দ্রুত চলে।

অব্যয়ের বিশেষণ (অব্যয় □দ বা অব্যয় □দের অর্থকে বিশেষায়িত করে) : ধিক তারে, শত ধিক নির্লজ্জ যে জন।

□াক্যের f□শেষণ (কোন □দকে বিশেষায়িত না করে সম্পূর্ণ বাক্যটিকেই বিশেষায়িত করে) : দুর্ভাগ্যক্রমে দেশ আবার নানা সমস্যাজালে আবদ্ধ হয়ে □ড়েছে। বাস্তবিকই আজ আমাদের কঠিন □রিশ্রমের প্রয়োজন।

[না-বাচক ক্রিয়া বিশেষণ :

নি-

এখনো দেখ নি তুমি?
ফুল কি ফোটে নি শাখে?
□ুষ্পারতি লভে নি কি ঋতুর রাজন? রাখি নি সন্ধান
রহে নি, সে ভুলে নি তো

না-

বসন্তে বরিয়া তুমি লবে না কি তব বন্দনায়?
রচিয়া লহ না আজও গীতি।

ভুলিতে ারি না কোন মতে।

নাই-

শুনি নাই, রাখি নি সন্ধান
নাই হল, না হোক এবারে
করে নাই অর্ঘ্য বিরুন?]

নির্ধারক বিশেষণ : দ্বিরুক্ত শব্দ ব্যবহার করে যখন একের বেশি কোনো কিছুকে বোঝানো হয় তাকে নির্ধারক বিশেষণ বলে। যেমন-

রাশি রাশি ভারা ভারা ধান

লাল লাল কৃষ্ণচূড়ায় গাছ ভরে আছে।

নববর্ষ উলক্ষে ঘরে ঘরে সাড়া ড়ে গেছে।

এত ছোট ছোট উত্তর লিখলে হবে না।

[বিশেষণবাচক 'কী'

কী-শব্দটির একটি লক্ষণীয় দিক হচ্ছে বিশেষণ হিসেবে এর ব্যবহার।

যেমন, 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতায় :

এই যে আসুন, তারর কী খবর?

নিজেই চমকে, কী নিস্পৃহ, কেমন শীতল।

কী সহজে হয়ে গেল বলা। (ক্রিয়াবিশেষণের বিশেষণ/ বিশেষণের বিশেষণ)]

[বিশেষণবাচক 'কী'; ভাষা অনুশীলন; একটি ফটোগ্রাফ]

[বিশেষণ সম্বন্ধ, খরের টুকরো, আমাদের গ্রামের কুর, গ্রীষ্মের কুর, শোকের নদী, আমার সন্তান]

[বিশেষণ সম্বন্ধ; ভাষা অনুশীলন; একটি ফটোগ্রাফ]

িশেষণের অতিশায়ন (degree):

বিশেষণ দ যখন দুই বা ততোধিক বিশেষ্য বা সর্বনাম দের মধ্যে তুলনা বোঝায়, তখন তাকে বিশেষণের অতিশায়ন বলে। বাংলা ভাষায় খাঁটি বাংলা শব্দের বা তদ্ভব শব্দের একরকম অতিশায়ন প্রচলিত আছে, আবার তৎসম শব্দে সংস্কৃত ভাষার অতিশায়নের নিয়মও প্রচলিত আছে।

ক) বাংলা শব্দের বা তদ্ভব শব্দের অতিশায়ন

১. দুয়ের মধ্যে অতিশায়ন বোঝাতে দুইটি বিশেষ্য বা সর্বনামের মাঝে চাইতে, হইতে, হতে, থেকে, চেয়ে, অক্ষা, ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। প্রায়ই প্রথম বিশেষ্যটির সঙ্গে ষষ্ঠী বিভক্তি (র, এর) যুক্ত হয়। যেমন-

গরুর থেকে ঘোড়ার দাম বেশি।

বাঘের চেয়ে সিংহ বলবান।

ব্যতিক্রম : কখনো কখনো প্রথম বিশেষ্যের শেষের ষষ্ঠী বিভক্তিই হতে, থেকে, চেয়ে-র কাজ করে। যেমন-
এ মাটি সোনার বাড়া। (সোনার চেয়েও বাড়া)

২. বহুর মধ্যে অতিশায়নে বিশেষণের ূর্বে সবচাইতে, সর্বাক্ষা, সবথেকে, সবচেয়ে,সর্বাধিক, ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন-

তোমাদের মধ্যে করিম সবচেয়ে বুদ্ধিমান।

শুর মধ্যে সিংহ সর্বাক্ষা বলবান।

৩. দুয়ের মধ্যে অতিশায়নে জোর দিতে গেলে মূল বিশেষণের আগে অনেক, অধিক, বেশি, অল্প, কম অধিকতর, ইত্যাদি শব্দ যোগ করতে হয়। যেমন-

চাকুরির প্রস্তুতি
f ষয়ঃ াংলা ্যকরণ
অধ্যায়ঃ দ প্রকরণ

ম্মফুল গোলা র চাইতে বেশি সুন্দর।
ঘিয়ের চেয়ে দুধ বেশি উ কারী।
কমলার চাইতে াতিলেবু অল্প ছোট।
খ) তৎসম শব্দের অতিশায়ন
১. দুয়ের মধ্যে তুলনা বোঝালে বিশেষণের শেষে 'তর' যোগ হয়
বহুর মধ্যে তুলনা বোঝালে বিশেষণের শেষে 'তম' যোগ হয়। যেমন-
গুরু- গুরুতর- গুরুতম
দীর্ঘ- দীর্ঘতর- দীর্ঘতম
[তবে কোনো বিশেষণের শেষে 'তর' যোগ করলে সেটা যদি আবার শ্রুতিকটু হয়ে যায়, শুনতে খারা লাগে, তখন বিশেষণটির শেষে 'তর' যোগ না করে বিশেষণের আগে 'অধিকতর' শব্দটি যোগ করা হয়। যেমন- 'অধিকতর সুশ্রী'।]
২. আবার, দুয়ের মধ্যে তুলনা বোঝালে বিশেষণের শেষে 'ঈয়স' প্রত্যয় যুক্ত হয়
বহুর মধ্যে তুলনা বোঝালে বিশেষণের শেষে 'ইষ্ঠ' প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন-
লঘু- লঘীয়ান- লঘিষ্ঠ
অল্প- কনীয়ান- কনিষ্ঠ
বৃদ্ধ- জ্যায়ান- জ্যেষ্ঠ
শ্রেয়- শ্রেয়ান- শ্রেষ্ঠ
[দুয়ের তুলনায় এই নিয়মের ব্যবহার বাংলায় হয় না। অর্থাৎ, বাংলায় লঘীয়ান, কনীয়ান, জ্যায়ান, শ্রেয়ান, ইত্যাদি শব্দগুলোর প্রচলন নেই। তবে 'ঈয়স' প্রত্যয়যুক্ত কতোগুলো শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ বাংলায় প্রচলিত রয়েছে। যেমন- ভূয়সী প্রশংসা।]

স নাম দ:

বিশেষ্য দের রিবর্তে যে দ ব্যবহৃত হয়, তাকেই সর্বনাম দ বলে।
অনুচ্ছেদে বা ্যারাগ্রাফে একই বিশেষ্য দ বারবার আসতে ারে। সেক্ষেত্রে একই দ বারবার ব্যবহার করলে তা শুনতে খারা লাগাটাই স্বাভাবিক। এই ুনরাবৃত্তি রোধ করার জন্য বিশেষ্য দের রিবর্তে অনুচ্ছেদে যে বিকল্প শব্দ ব্যবহার করে সেই বিশেষ্য দকেই বোঝানো হয়, তাকে সর্বনাম দ বলে।
[সর্বনাম দগুলো সব বিশেষ্য বা নামের রিবর্তে বসতে ারে বলে এদেরকে 'সর্বনাম' বলে।]
'বাংলাদেশ অত্যন্ত সুন্দর একটি দেশ। এই দেশটি যেমন সুন্দর, এই দেশের মানুষগুলোও তেমনি ভালো। তারা এতোটাই ভদ্র ও মার্জিত যে, তাদের কাছে ভিখারি ভিক্ষা চাইতে আসলে তারা তাদের বিতাড়িত করে না। বরং মার্জিতভাবে বলে, মাফ করেন।'
উ রের অনুচ্ছেদে মূলত ৩টি বিশেষ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে- 'বাংলাদেশ', 'বাংলাদেশের মানুষ' ও 'ভিখারি'। এবং প্রথমবার উল্লেখের র দ্বিতীয়বার কোন বিশেষ্যই আর উল্লেখ করা হয়নি। রের বার থেকে 'বাংলাদেশ'-র বদলে 'এই দেশ'; 'বাংলাদেশের (এই দেশের) মানুষ'-র বদলে 'তারা' ও 'তাদের' এবং 'ভিখারি'-র বদলে 'তাদের' শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। বিশেষ্য দের বদলে ব্যবহৃত এই শব্দগুলোই হলো সর্বনাম দ।
সর্বনাম দগুলোকে মূলত ১০ ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-
১. ব্যক্তিবাচক বা ুরুষবাচক: আমি, আমরা, তুমি, তোমরা, সে, তারা, তাহারা, তিনি, তাঁরা, এ, এরা, ও, ওরা
২. আত্মবাচক : স্বয়ং, নিজ, খোদ, আ নি
৩. সামী্যবাচক : এ, এই, এরা, ইহারা, ইনি
৪. দূরত্ববাচক: ঐ, ঐসব, সব
৫. সাকল্যবাচক: সব, সকল, সমুদয়, তাবৎ
৬. প্রশ্নবাচক: কে, কি, কী, কোন, কাহার, কার, কিসে

চাকুরির প্রস্তুতি
□িষয়ঃ □াংলা □্যকরণ
অধ্যায়ঃ □দ প্রকরণ

৭. অনির্দিষ্টতাজ্ঞা□ক : কোন, কেহ, কেউ, কিছু
৮. ব্যতিহারিক : আ□না আ□নি, নিজে নিজে, আ□সে, □রস্পর
৯. সংযোগজ্ঞা□ক: যে, যিনি, যাঁরা, যাহারা
১০. অন্যাদিবাচক : অন্য, অ□র, □র
সা□েক্ষ সর্বনাম : কখনও কখনও □র্স□র সম্পর্কযুক্ত একাধিক সর্বনাম □দ একই সঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে দুটি বাক্যের সংযোগ সাধন করে থাকে। এদেরকে বলা হয় সা□েক্ষ সর্বনাম। যেমন-
যত চাও তত লও (সোনার তরী)
যত চেষ্টা করবে ততই সাফল্যের সম্ভাবনা।
যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা।
যত গর্জে তত বর্ষে না।
যেই কথা সেই কাজ।
যেমন কর্ম তেমন ফল।
যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল।
[সা□েক্ষ সর্বনাম; ভাষা অনুশীলন; সোনার তরী]
সর্বনামের □ুরুষ [PERSON]
[বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়া□দের □ুরুষভেদে ভিন্ন রূ□ দেখা যায়। বিশেষণ ও অব্যয় □দের কোন □ুরুষভেদ নেই।]

□ুরুষ ৩ প্রকার। সুতরাং, স□র্নাম □দের □ুরুষও ৩টি-

উত্তম □ুরুষ : বাক্যের বক্তাই উত্তম □ুরুষ। অর্থাৎ, যেই ব্যক্তি বাক্যটি বলেছে, সেই উত্তম □ুরুষ। উত্তম □ুরুষের সর্বনামের রূ□ হলো- আমি, আমরা, আমাকে, আমাদের, ইত্যাদি।
মধ্যম □ুরুষ : বাক্যের উদ্দিষ্ট শ্রোতাই মধ্যম □ুরুষ। অর্থাৎ, উত্তম □ুরুষ যাকে উদ্দেশ্য করে বাক্যটি বলে, এবং □াশা□াশি বাক্যেও উল্লেখ করে, তাকে মধ্যম □ুরুষ বলে। অর্থাৎ, প্রত্যক্ষভাবে উদ্দিষ্ট শ্রোতাই মধ্যম □ুরুষ। মধ্যম □ুরুষের সর্বনামের রূ□ হলো- তুমি, তোমরা, তোমাকে, তোমাদের, তোমাদিগকে, আ□নি, আ□নার, আ□নাদের, ইত্যাদি।
নাম□ুরুষ : বাক্যে বক্তা অনু□স্থিত যেসব ব্যক্তি, বস্ত বা প্রাণীর উল্লেখ করেন, তাদের নাম□ুরুষ বলে। অর্থাৎ, বক্তার সামনে নেই এমন যা কিছুর কথা বক্তা বাক্যে বলেন, সবগুলোই নাম□ুরুষ। নাম □ুরুষের সর্বনামের রূ□ হলো- সে, তারা, তাহারা, তাদের, তাহাকে, তিনি, তাঁকে, তাঁরা, তাঁদের, ইত্যাদি।]
[সমস্ত বিশেষ্য □দই নাম□ুরুষ।]

অ□্যয় □দ:

অব্যয় শব্দকে ভাঙলে □াওয়া যায় 'ন ব্যয়', অর্থাৎ যার কোন ব্যয় নেই।
যে □দের কোন ব্যয় বা □রিবর্তন হয় না, তাকে অব্যয় □দ বলে। অর্থাৎ, যে □দ সর্বদা অ□রিবর্তনীয় থাকে, যার সঙ্গে কোন বিভক্তি যুক্ত হয় না এবং □ুরুষ বা বচন বা লিঙ্গ ভেদে যে □দের রূ□ের বা চেহারারও কোন □রিবর্তন হয় না, তাকে অব্যয় □দ বলে।
অব্যয় □দ বাক্যে কোন □রিবর্তন ছাড়াই ব্যবহৃত হয় এবং বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে কখনো বাক্যকে আরো শ্রচতিমধুর করে, কখনো একাধিক □দ বা বাক্যাংশ বা বাক্যের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করে।
বাংলা ভাষায় ৩ ধরনের অব্যয় শব্দ ব্যবহৃত হয়-
১. বাংলা অব্যয় শব্দ : আর, আবার, ও, হাঁ, না
২. তৎসম অব্যয় শব্দ : যদি, যথা, সদা, সহসা, হঠাৎ, অর্থাৎ, দৈবাৎ, বরং, □ুনশ্চ, আ□াতত, বস্তত।

চাকুরির প্রস্তুতি
f□ষয়ঃ □াংলা □্যকরণ
অধ্যায়ঃ □দ প্রকরণ

‘এবং’ ও ‘সুতরাং’ এই দুটি অব্যয় শব্দও তৎসম, অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষা থেকে এসেছে। তবে এ দুটি অব্যয় শব্দের অর্থ বাংলা ভাষায় এসে □রিবর্তিত হয়ে গেছে। সংস্কৃতে ‘এবং = এমন’ আর ‘সুতরাং = অত্যন্ত, অবশ্য’
বাংলায় ‘এবং = ও’ আর ‘সুতরাং = অতএব’
৩. বিদেশি অব্যয় শব্দ : আলবত, বহুত, খুব, শাবাশ, খাসা, মাইরি, মারহাবা

অ□্যয়ের প্রকারভেদ:

অব্যয় □দ মূলত ৪ প্রকার-
১. সমুচ্চয়ী অব্যয় : যে অব্যয় □দ একাধিক □দের বা বাক্যাংশের বা বাক্যের মধ্যে সম্পর্ক স্থা□ন করে, তাকে সমুচ্চয়ী অব্যয় বলে। এই সম্পর্ক সংযোজন, বিয়োজন বা সংকোচন যে কোনটিই হতে □ারে। একে সম্বন্ধবাচক অব্যয়ও বলে।
সংযোজক অব্যয় : উচ্চ□দ ও সামাজিক মর্যাদা সকলেই চায়। (উচ্চ□দ, সামাজিক মর্যাদা- দুটোই চায়)
তিনি সৎ, তাই সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করে। (তাই অব্যয়টি ‘তিনি সৎ’ ও ‘সকলেই তাকে শ্রদ্ধা করে’ বাক্য দুটির মধ্যে সংযোগ ঘটিয়েছে।

এরকম- ও, আর, তাই, অধিকন্তু, সুতরাং, ইত্যাদি।

বিয়োজক অব্যয় : আবুল কিংবা আব্দুল এই কাজ করেছে। (আবুল, আব্দুল- এদের একজন করেছে, আরেকজন করেনি। সম্পর্কটি বিয়োগাত্মক, একজন করলে অন্যজন করেনি।)
মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর □াতন। (‘মন্ত্রের সাধন’ আর ‘শরীর □াতন’ বাক্যাংশ দুটির একটি সত্য হবে, অন্যটি মিথ্যা হবে।)

এরকম- কিংবা, বা, অথবা, নতুবা, না হয়, নয়তো, ইত্যাদি।

সংকোচক অব্যয় : তিনি শিক্ষিত, কিন্তু অসৎ। (এখানে ‘শিক্ষিত’ ও ‘অসৎ’ দুটোই সত্য, কিন্তু শব্দগুলোর মধ্যে সংযোগ ঘটেনি। কারণ, বৈশিষ্ট্য দুটো একরকম নয়, বরং বি□রীতধর্মী। ফলে তিনি অসৎ বলে তিনি শিক্ষিত বাক্যাংশটির ভাবের সংকোচ ঘটেছে।)

এরকম- কিন্তু, বরং, তথা□, যদ্যা□, ইত্যাদি।

২. অনন্বয়ী অব্যয় : যে সব অব্যয় □দ নানা ভাব বা অনুভূতি প্রকাশ করে, তাদেরকে অনন্বয়ী অব্যয় বলে। এগুলো বাক্যের অন্য কোন □দের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রেখে স্বাধীনভাবে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন-
উচ্ছ্বাস প্রকাশে : মরি মরি! কী সুন্দর সকাল!
স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি প্রকাশে : হ্যা, আমি যাব। না, তুমি যাবে না।
সম্মতি প্রকাশে : আমি আজ নিশ্চয়ই যাব।
অনুমোদন প্রকাশে : এতো করে যখন বললে, বেশ তো আমি আসবো।
সমর্থন প্রকাশে : আ□নি তো ঠিকই বলছেন।
যন্ত্রণা প্রকাশে : উঃ! বড্ড লেগেছে।
ঘৃণা বা বিরক্তি প্রকাশে : ছি ছি, তুমি এতো খারা□!
সম্বোধন প্রকাশে : ওগো, তোরা আজ যাসনে ঘরের বাহিরে।
সম্ভাবনা প্রকাশে : সংশয়ে সংকল্প সদা টলে/ □াছে লোকে কিছু বলে।
বাক্যালংকার হিসেবে : কত না হারানো স্মৃতি জাগে আজ মনে।
: হায়রে ভাগ্য, হায়রে লজ্জা, কোথায় সভা, কোথায় সজ্জা।

৩. অনুসর্গ অব্যয় : যেসব অব্যয় শব্দ বিশেষ্য ও সর্বনাম □দের বিভক্তির কাজ করে, এবং কারকবাচকতা প্রকাশ করে, তাকে অনুসর্গ অব্যয় বলে। অর্থাৎ, যেই অব্যয় অনুসর্গের মতো ব্যবহৃত হয়, তাকে অনুসর্গ অব্যয় বলে। যেমন-

চাকুরির প্রস্তুতি
ি□ষয়ঃ □াংলা □্যকরণ
অধ্যায়ঃ □দ প্রকরণ

ওকে দিয়ে এ কাজ হবে না। (এখানে 'দিয়ে' তৃতীয়া বিভক্তির মতো কাজ করেছে, এবং 'ওকে' যে কর্ম কারক, তা নির্দেশ করেছে। এই 'দিয়ে' হলো অনুসর্গ অব্যয়।)

[কারক ও বিভক্তি] [অনুসর্গ]

৪. অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয় : বিভিন্ন শব্দ বা প্রাণীর ডাককে অনুকরণ করে যেসব অব্যয় □দ তৈরি করা হয়েছে, তাদেরকে অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয় বলে।

মানুষ আদিকাল থেকেই অনুকরণ প্রিয়। তারা বিভিন্ন ধরনের শব্দ, প্রাকৃতিক শব্দ, □শু□াখির ডাক, যেগুলো তারা উচ্চারণ করতে □ারে না, সেগুলোও উচ্চারণ করার চেষ্টা করেছে। এবং তা করতে গিয়ে সে সকল শব্দের কাছাকাছি কিছু শব্দ তৈরি করেছে। বাংলা ভাষার এ সকল শব্দকে বলা হয় অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয়। যেমন-

বজ্রের ধ্বনি- কড় কড়
তুমুল বৃষ্টির শব্দ- ঝম ঝম
স্রোতের ধ্বনি- কল কল
বাতাসের শব্দ- শন শন
নূ□ুরের আওয়াজ- রুম ঝুম
সিংহের গর্জন- গর গর
ঘোড়ার ডাক- চিঁহি চিঁহি
কোকিলের ডাক- কুহু কুহু
চুড়ির শব্দ-টুং টাং

শুধু বিভিন্ন শব্দই না, মানুষ তাদের বিভিন্ন অনুভূতিকেও শব্দের আকারে ভাষায় প্রকাশ করার চেষ্টা করেছে। ফলে বিভিন্ন ধরনের অনুভূতি প্রকাশের জন্য তারা বিভিন্ন শব্দ তৈরি করেছে। এগুলোও অনুকার অব্যয়। যেমন-

ঝাঁ ঝাঁ (প্রখরতা)
খাঁ খাঁ (শূণ্যতা)
কচ কচ
কট কট
টল মল
ঝল মল
চক চক
ছম ছম
টন টন
খট খট

কিছু ি□শেষ অ□্যয়:

১. অব্যয় বিশেষণ : কোন অব্যয় বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে বিশেষণের কাজ করলে, তাকে অব্যয় বিশেষণ বলে।

নাম বিশেষণ : অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।

ক্রিয়া বিশেষণ : আবার যেতে হবে।

বিশেষণীয় বিশেষণ : রকেট অতি দ্রুত চলে।

২. নিত্য সম্বন্ধীয় বিশেষণ : কিছু কিছু যুগ্ম অব্যয় আছে, যারা বাক্যে একসাথে ব্যবহৃত হয়, এবং তাদের একটির অর্থ আরেকটির উ□র নির্ভর করে। এদের নিত্য সম্বন্ধীয় বিশেষণ বলে। যেমন- যথা-তথা, যত-তত, যখন-তখন, যেমন-তেমন, যে রু□-সে রু□, ইত্যাদি। উদাহরণ-

যত গর্জে তত বর্ষে না।

যেমন কর্ম তেমন ফল।

চাকুরির প্রস্তুতি
িষয়ঃ াংলা ্যকরণ
অধ্যায়ঃ দ প্রকরণ

৩. ত প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ : ত প্রত্যয়ান্ত কিছু তৎসম অব্যয় বাংলায় ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃততে প্রত্যয়টি ছিল 'তস্', বাংলায় তা হয়েছে 'ত'। যেমন- ধর্মত, দুর্ভাগ্যবশত, অন্তত, জ্ঞানত, ইত্যাদি।

ক্রিয়া দ : যে দ দিয়ে কোন কাজ করা বোঝায়, তাকে ক্রিয়া দ বলে।

অর্থাৎ, বাক্যের অন্তর্গত যে দ দ্বারা কোন কাজ সম্পাদন করা বা কোন কাজ সংঘটন হওয়াকে বোঝায়, তাকে ক্রিয়া দ বলে।

ক্রিয়ামূল বা ধাতুর সঙ্গে ুরুষ ও কাল অনুযায়ী ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত হয়ে ক্রিয়াদ গঠিত হয়। যেমন, 'ড়্' একটি ধাতু। এর সঙ্গে উত্তম ুরুষ ও সাধারণ বর্তমান কাল অনুযায়ী 'ই' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে গঠিত হয় 'ড়ি' ক্রিয়াদটি। আবার মধ্যম ুরুষের জন্য হবে 'ড়ো'। নাম ুরুষের জন্য হবে 'ড়ে'। আবার উত্তম ুরুষের জন্য ঘটমান বর্তমান কালের জন্য হবে 'ড়ছি'। সাধারণ অতীত কালের জন্য হবে 'ড়েছি'।

[ক্রিয়া দ বাক্যের অরিহার্য অঙ্গ। শুধু ক্রিয়াদ নিয়ে একটি বাক্য গঠিত হতে ারে। কিন্তু ক্রিয়া দ ছাড়া কোন বাক্য গঠিত হতে ারে না। তবে মাঝে মাঝে অনেক বাক্যের ক্রিয়াদটি উহ্য থাকে। যেমন- 'রমেশ আমার ভাই (হয়)।' এই বাক্যে 'হয়' ক্রিয়াটি উহ্য থাকে, এটি না লিখলেও সবাই বুঝতে ারে। আর তাই এটি লেখাও হয় না। কিন্তু এটা আবার ইংরেজি করলে 'হয়'-র ইংরেজি লেখা হয়- Ramesh is my brother.

সাধারণত, 'হ্' ও আছ্' ধাতু বা ক্রিয়ামূল দ্বারা গঠিত ক্রিয়া দগুলো উহ্য থাকে।]

ক্রিয়ার প্রকারভেদ:

সমাি্কা-অসমাি্কা ক্রিয়া

বাক্যের ভাব প্রকাশের উ্র ভিত্তি করে ক্রিয়াদকে সমাি্কা ক্রিয়া ও অসমাি্কা ক্রিয়া, এই দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে।

সমাি্কা ক্রিয়া : যে ক্রিয়া দ বাক্যের ভাবের রিসমাপ্তি ঘটায়, তাকে সমাি্কা ক্রিয়া বলে। অর্থাৎ, যে ক্রিয়া দ বাক্যকে সম্পূর্ণ করে, আর কিছু শোনার আকাঙ্ক্ষা বাকি থাকে না, তাকে সমাি্কা ক্রিয়া বলে।

একটি বাক্যে একটি সমাি্কা ক্রিয়া থাকতেই হয়। এবং একটি বাক্যে একটার বেশি সমাি্কা ক্রিয়া থাকতে ারে না।

যেমন- ছেলেরা খেলছে। ছেলেরা খেলা করছে।

দ্বিতীয় বাক্যে 'খেলা' সমাি্কা ক্রিয়া নয়। এ জন্য 'করছে' সমাি্কা ক্রিয়া আনতে হয়েছে। নয়তো বাক্যটি সম্পূর্ণ হচ্ছে না।

অসমাি্কা ক্রিয়া : যে ক্রিয়া দ দ্বারা বাক্যের ভাবের রিসমাপ্তি ঘটে না, তাকে অসমাি্কা ক্রিয়া বলে। অর্থাৎ, যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্য সম্পূর্ণ হয় না, আরো কিছু শোনার আকাঙ্ক্ষা থেকেই যায়, তাকে অসমাি্কা ক্রিয়া বলে।

অসমাি্কা ক্রিয়া ব্যবহারের রও বাক্যে সমাি্কা ক্রিয়া ব্যবহার করতে হয়। শুধু অসমাি্কা ক্রিয়া দিয়ে বাক্য গঠিত হয় না।

একটি বাক্যে যতোগুলো ইচ্ছা অসমাি্কা ক্রিয়া ব্যবহার করা যায়। কিন্তু একটি সমাি্কা ক্রিয়া আনতেই হয়।

যেমন- ছেলেরা খেলা।

এখানে খেলা একটি অসমাি্কা ক্রিয়া। ক্রিয়া দ হলেও এটি দিয়ে বাক্যটি সম্পূর্ণ হয়নি, আরো কিছু শোনার আকাঙ্ক্ষা থেকেই যাচ্ছে। এর সঙ্গে আরেকটি সমাি্কা ক্রিয়া 'করছে' যোগ করলেই কেবল বাক্যটি সম্পূর্ণ হবে।

ছেলেরা খেলা করছে।

সাধারণত অসমাি্কা ক্রিয়ার শেষে ইয়া, ইলে, ইতে, এ, লে, তে বিভক্তিগুলো যুক্ত থাকে।

সকর্মক-অকর্মক-দ্বিকর্মক ক্রিয়া

বাক্যে ক্রিয়ার কর্মের উ্র ভিত্তি করে ক্রিয়াদকে অকর্মক, সকর্মক ও দ্বিকর্মক- এই ৩ ভাগে ভাগ করা হয়।

কর্ম দ : যে দকে আশ্রয় করে ক্রিয়া দ তার কাজ সম্পাদন বা সংঘটন করে, তাকে কর্ম দ বলে। অর্থাৎ, ক্রিয়া দ কাজ করার জন্য যেই দকে ব্যবহার করে, তাকে কর্ম দ বলে।

চাকুরির প্রস্তুতি
□িষয়ঃ □াংলা □্যকরণ
অধ্যায়ঃ □দ প্রকরণ

ক্রিয়া □দকে ‘কী/ কাকে’ দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর □াওয়া যায়, সেটিই কর্ম□দ। আর যদি উত্তর না □াওয়া যায়, তবে সেই ক্রিয়ার কোন কর্ম□দ নেই।

যেমন- মেয়েটি কলম কিনেছে। মেয়েটি হাসে।

এখানে প্রথম বাক্যে ক্রিয়া□দ ‘কিনেছে’কে ‘কী’ দিয়ে প্রশ্ন করলে উত্তর □াওয়া যায় ‘কলম’। (কী কিনেছে?- কলম) অর্থাৎ, প্রথম বাক্যের ক্রিয়ার কর্ম□দ কলম।

আবার দ্বিতীয় বাক্যের ক্রিয়া□দ ‘হাসে’কে ‘কী/ কাকে’ কোনটা দিয়ে প্রশ্ন করলেই কোন উত্তর □াওয়া যাচ্ছে না। সুতরাং, এই বাক্যের ক্রিয়া□দের কোন কর্ম নেই।

অকর্মক ক্রিয়া : যে ক্রিয়া□দের কোন কর্ম নেই তাকে অকর্মক ক্রিয়া বলে।

সকর্মক ক্রিয়া : যে ক্রিয়া□দের কর্ম □দ আছে তাকে সকর্মক ক্রিয়া বলে।

দ্বিকর্মক ক্রিয়া : কখনো কখনো একটি বাক্যে একই ক্রিয়া□দের দুটি কর্ম □দ থাকে। তখন সেই ক্রিয়া□দকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে। এক্ষেত্রে, বস্তুবাচক কর্ম□দকে প্রধান বা মুখ্য কর্ম বলে এবং ব্যক্তিবাচক কর্ম□দকে গৌণ কর্ম বলে। অর্থাৎ, বস্তুবাচক কর্মটিকেই বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। যেমন- ‘বাবা আমাকে একটি ল্যা□টি□ কিনে দিয়েছেন।’

এখানে ‘কিনে দিয়েছেন’ ক্রিয়ার কর্ম□দ দুটি, ‘আমাকে’ (কাকে কিনে দিয়েছেন?) ও ‘ল্যা□টি□’ (কী কিনে দিয়েছেন?)। এখানে বস্‌তুবাচক কর্ম□দ ‘ল্যা□টি□’, আর ব্যক্তিবাচক কর্ম□দ ‘আমাকে’। সুতরাং এখানে মুখ্য বা প্রধান কর্ম□দ ‘ল্যা□টি□’ আর গৌণ বা অপ্রধান কর্ম ‘আমাকে’।

সমধাতুজ কর্ম : বাক্যের ক্রিয়া□দ ও কর্ম□দ যদি একই ধাতু বা ক্রিয়ামূল থেকে গঠিত হয়, তবে তাকে সমধাতুজ কর্ম□দ বলে। অর্থাৎ, ক্রিয়া□দ ও কর্ম□দ একই শব্দমূল থেকে গঠিত হলে তাকে সমধাতুজ কর্ম□দ বলে। যেমন-

আজ এমন ঘুম ঘুমিয়েছি।

এখানে ক্রিয়া□দ ‘ঘুমিয়েছি’, আর কর্ম□দ ‘ঘুম’ (কী ঘুমিয়েছি?)। আর এই ‘ঘুমিয়েছি’ আর ‘ঘুম’ দুটি শব্দেরই শব্দমূল ‘ঘুম্’। অর্থাৎ, শব্দ দুইটি একই ধাতু হতে গঠিত (ক্রিয়ার মূলকে ধাতু বলে)। সুতরাং, এই বাক্যে ‘ঘুম’ কর্মটি একটি সমধাতুজ কর্ম।

এরকম-
আজ কী খেলা খেললাম। (খেল্)
আর মায়াকান্না কেঁদো না। (কাঁদ্)
এমন মরণ মরে কয়জনা? (মর্)

প্র□োজক ক্রিয়া:

যে ক্রিয়া একজনের প্রযোজনায় আরেকজন করে তাকে প্রযোজক ক্রিয়া বলে।

প্রযোজক ক্রিয়ার দু’জন কর্তা থাকে। এরমধ্যে একজন কর্তা কাজটি আরেকজন কর্তাকে দিয়ে করান। অর্থাৎ, একজন যখন আরেকজনকে দিয়ে কোন কাজ করিয়ে নেয়, তখন সেই ক্রিয়া□দটিকে বলে প্রযোজক ক্রিয়া। [সংস্কৃত ব্যাকরণে এরই নাম ণিজন্ত ক্রিয়া।]

প্রযোজক ক্রিয়ার দুইজন কর্তার মধ্যে যিনি কাজটি করান, তাকে বলে প্রযোজক কর্তা। আর যিনি কাজটি করেন, তাকে বলে প্রযোজ্য কর্তা। তাকে দিয়ে কাজটি প্রযোজ্য করা হয় বলে তাকে প্রযোজ্য কর্তা বলে।

যেমন- মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন।

এখানে চাঁদ দেখার কাজটি করছে ‘শিশু’, কিন্তু চাঁদ দেখাচ্ছেন ‘মা’। অর্থাৎ, ‘মা’ কাজটি প্রযোজনা করছেন। তাই ‘মা’ এখানে প্রযোজক কর্তা। আর চাঁদ দেখার কাজটি আসলে ‘শিশু’ করছে, তাই ‘শিশু’ এখানে প্রযোজ্য কর্তা। এরকম-

সা□ুড়ে সা□ খেলায়। (এখানে সা□ুড়ে প্রযোজক কর্তা, আর সা□ প্রযোজ্য কর্তা)

নামধাতুর ক্রিয়া

চাকুরির প্রস্তুতি
□িষয়ঃ □াংলা □্যাকরণ
অধ্যায়ঃ □দ প্রকরণ

বিশেষ্য, বিশেষণ ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের □রে 'আ' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে যে সব ধাতু গঠিত হয়, তাদেরকে নামধাতু বলে। নামধাতুর সঙ্গে ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত হয়ে যেসব ক্রিয়া□দ গঠন করে, তাদেরকেই নামধাতুর ক্রিয়া বলে।

যেমন- বিশেষ্য = বেত+আ = বেতা, ক্রিয়া□দ = বেতানো, বেতাচ্ছেন, বেতিয়ে

বিশেষণ = বাঁকা+আ = বাঁকা, ক্রিয়া□দ = বাঁকানো, বাঁকাচ্ছেন, বাঁকিয়ে

ধ্বন্যাত্মক অব্যয় = কন কন+আ = কনকনা, ক্রিয়া□দ = কনকনাচ্ছে, কনকনিয়ে

বাক্যে প্রয়োগ- লোকটি ছেলেটিকে বেতাচ্ছে।

কঞ্চিটি বাঁকিয়ে ধর।

দাঁত ব্যথায় কনকনাচ্ছে। অজগরটি ফোঁসাচ্ছে।

ব্যতিক্রম : কয়েকটি নামধাতু 'আ' প্রত্যয় ছাড়াই ধাতু হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন-

ফল = বাগানে এবার অনেক আম ফলেছে।

টক = তরকারি বাসি হলে টকে।

ছা□া = প্রকাশক তার বইটা এবার মেলায় ছে□েছে।

□ৌগিক ক্রিয়া:

একটি সমা□িকা ক্রিয়া ও একটি অসমা□িকা ক্রিয়া □াশা□াশি বসে যদি কোন বিশেষ বা সম্প্রসারিত অর্থ প্রকাশ করে, তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। অর্থাৎ, একটি সমা□িকা ও একটি অসমা□িকা ক্রিয়া মিলে যদি তাদের সাধারণ অর্থ প্রকাশ না করে কোন বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে, তখন তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। যেমন-

ঘটনাটা শুনে রাখ। (শোনার বদলে তাগিদ দেয়া অর্থ বুঝিয়েছে)

তিনি বলতে লাগলেন। (বলার অর্থ সম্প্রসারণ করে নিরন্তর বলা বুঝিয়েছে)

ছেলেমেয়েরা শুয়ে □ড়ল। (শোওয়ার □াশা□াশি দিনের কার্যসমাপ্তিও বোঝাচ্ছে)

সাইরেন বেজে উঠল। (আকস্মিক সাইরেন বাজার কথা বলা হচ্ছে)

শিক্ষায় মন সংস্কারমুক্ত হয়ে থাকে। (অভ্যস্ততা অর্থে, ধীরে ধীরে সংস্কারমুক্ত হয় বোঝাচ্ছে)

এখন যেতে □ার। (যাওয়ার বদলে অনুমোদন অর্থে)

মিশ্র ক্রিয়া:

বিশেষ্য, বিশেষণ ও ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের সঙ্গে কর্, হ্, দে, □া, যা, কাট্, গা, ছাড়্, ধর্, মার্, প্রভৃতি ধাতু যোগ হয়ে ক্রিয়া□দ গঠন করে কোন বিশেষ অর্থ প্রকাশ করলে তাকে মিশ্র ক্রিয়া বলে। যেমন-

বিশেষ্যের □রে : আমরা তাজমহল দর্শন করলাম। গোল্লায় যাও।

বিশেষণের □রে : তোমাকে দেখে বিশেষ প্রীত হলাম।

ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের □রে : মাথা ঝিম ঝিম করছে। ঝম ঝম করে বৃষ্টি □ড়ছে।

[খেয়াল রাখতে হবে, যৌগিক ক্রিয়া দুইটি ক্রিয়ার মাধ্যমে গঠিত হয়, যার একটি সমা□িকা ক্রিয়া আরেকটি অসমা□িকা ক্রিয়া। অন্যদিকে, মিশ্র ক্রিয়া বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের □রে ক্রিয়া□দ বসে গঠিত হয়।]